44

তারিখ ...15 MAR 1990...
পৃষ্ঠা... 9 ... কলাম... 7 ...

20

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১লা চৈত্র, ১৩৯৬

আর কতদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে ?

গত মাসের পঁচিশ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হলো। নিহত হলো ছাত্রলীগ নেতা জহুরুল হক ছাত্র সংসদের ভিপি শহীদুল হক চুন্নু। তারপর রুটিন মাফিক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হলো। হুকুম দিয়ে আবাসিক হল খালি করা হলো। পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। বাবা-মা ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা বাড়লো। অবশ্য এগুলো প্রথমবারের মত নয়। এমনকি দ্বিতীয়-তৃতীয়বারের মতও নয়। প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিকের পর্যায়ে।

তারপর অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগ। দায়িত্ব এড়ানোর পালা। হরতাল। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ। শোকসভা। নানা প্রতিকারের দাবী-দাওয়া। হত্যাকারীদের 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি' দাবী। কিন্তু বাপ-মায়ের আদরের ছেলে চুন্নু আর ফিরে আসবে না। গোপালগঞ্জের ব্যাংক পাড়ায় সে শেষবারের মত চলে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো হত্যাকাণ্ড হয়েছে। 'তদন্ত' হয়েছে। পুলিশ গোয়েন্দা তৎপর হয়েছে। সরকার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক 'শাস্তি' কারো হয়নি। তাই কেউ আস্থা রাখে না রাতারাতি ধরপাকড় শুরু হবে, বেআইনী অস্ত্রের জন্য অভিযুক্ত হবে, হত্যার জন্য, খুন-নিরখুনের বিচার আদালতে শুরু হবে। যারা ওয়াকিবহাল তারা ভাল করেই জানেন এমন হবে না। তবুও ক্ষীণ আশা জেগে থাকে। দেশ-জাতির যত দুর্যোগই হোক, মানুষ মানুষকে খুন করে পার পেয়ে যাবে ?

অপরাধীকে ধরে ফেলা, তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য দেশে লোক আছে। কিন্তু সে কাজটি কদাচিৎ হয়। তা না করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখলেই সমস্যার সমাধান হবে, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ফিরে আসবে, সন্ত্রাস বন্ধ হবে ?

দাবী উঠেছে সকল মহল থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দাও। আমাদের ছাত্ররা পড়াশুনা করুক। পড়াশুনা শেষ করুক। দুদিনে বাবা-মা'র সংসার নির্বাহে সাহায্য করুক।

বিশ্ববিদ্যালয় যারা বন্ধ করেছে তারাই খোলার ব্যবস্থা করবে। সিণ্ডিকেটের সভা হয়। কোন সিদ্ধান্ত হয় না। উপাচার্য দাবী করেন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। কে তাকে দেবে সেই অঙ্গীকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তো তাদের হাতে। ব্যবস্থা তো তাদেরই করার কথা। অন্যদের কাছে সহযোগিতা চাইলে সকল শুভ-বুদ্ধির মানুষ সহায়তা করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যে সমস্যা আছে তা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখলেই উবে যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে। প্রশাসনকে কর্মদক্ষতা দেখাতে হবে। তারাই বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে। সজাগ থেকে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাইরের সাহায্য-সহযোগিতা ঠিকমত চাইলে পাওয়া যাবে। কোন অদৃশ্য শক্তির মুখ চেয়ে থাকলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাবে।